দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 SEP 1997
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

124

শিক্ষাঙ্গন

ভ্রাম্যমাণ শিক্ষা ব্যবস্থা

"শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।" মেরুদণ্ডহীন মানুষ যেমন শিক্ষাহীন জাতিও তেমন। একটি জাতির মূল্যায়ন করতে হলে প্রথমেই সে জাতির শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আরোপ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অন্য কথায় বলতে গেলে বলতে হয় 'শিক্ষা করুণা নয়, শিক্ষা মানবিক অধিকার'। তাই দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। বোধ হয় এদিকে দৃষ্টি রেখেই বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়ে থাকে। এ থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় আমাদের দেশের শিক্ষার হার নগণ্য হওয়ার পেছনে এসব কারণ অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।

এ প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে বর্ধিত পরীক্ষা ফী, ভর্তি ফী, অগ্নিমূল্যের খাতা-পত্র, পেন্সিল, কলম, কালি ইত্যাদি। সরকারীভাবে যদিও বিনামূল্যে বই-পত্র বিতরণ করা হয়ে থাকে। তবুও এ সুযোগে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় নানা অজুহাতে বিভিন্ন সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা হয়ে থাকে। অনেক সময় এ কারণে আর্থিক অনটনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের পড়ালেখা বন্ধ করতে বাধ্য হন। সুতরাং এসব প্রতিবন্ধকতার কথা বিবেচনা করে ভ্রাম্যমাণ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এতে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী শিক্ষার আলো পাবে। অন্যদিকে শিক্ষার —— হারও অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। নিঃসন্দেহে তা বলা যায়।

নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা যেতে পারেঃ

(ক) দেশের শিক্ষিত যুব সমাজ বা শিক্ষিত বেকারদের প্রত্যেক এলাকায় ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ।

(খ) প্রতি বছরই হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে এস, এস, সি বা এইচ, এস, সি, পরীক্ষা দেয়ার পর তিন-চার মাস পরীক্ষার ফলাফলের জন্য বসে থাকতে হয়। এ দীর্ঘ সময়টুকুতে তাদেরও এ দায়িত্ব পালন করতে উৎসাহিত করতে হবে।

(গ) আর এর বিনিময়ে তাদের প্রত্যেককে সম্মান সূচক উপাধি সম্বলিত সনদপত্র বিতরণ করা যেতে পারে। এর ফলে তারা ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করতে চাইলে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত সহজে নিয়োগ লাভ করতে পারবে। এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে হবে।

(ঘ) ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রী ছাড়াও পড়ালেখায় উৎসাহিত করার জন্য মাঝে মধ্যে খাদ্য বিতরণ এবং শিক্ষা সম্পর্কীয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে।

উপরোল্লেখিত পদক্ষেপগুলো কার্যকরী করার জন্য যদি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগ এগিয়ে আসেন তবে অচিরেই আমাদের এই দরিদ্রতম দেশে শিক্ষার হার যে বাড়বে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখবেন বলে আশা করি।

—আহমদ আলী